সমালোচনা

ফার্স্ট ক্লাস কামরা - সত্যজিৎ রায়

অভিলাষ ব্যানার্জী

সত্যজিৎ রায়-এর এই গল্পটি একদিক থেকে হাস্যকর, আবার আরেকদিক থেকে শিক্ষামূলকও বটে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে নকল করতে গিয়ে যে আমরা আমাদের আত্মসম্মানবোধকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি, এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক সেটাকেই খুব সুরসিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গল্পটির মুখ্য চরিত্র রঞ্জনবাবু। তিনি বড়োলোকের ছেলে আর কিছুটা অন্ধের মতই সাহেবদের ও তাদের সংস্কৃতিকে ভক্তি করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সাহেবরাই ভারতের উন্নতি করতে পারবে। তার বন্ধুরা অবশ্য তার এই সাহেব-প্রীতি খুব ভালো চোখে দেখত না। পুলকেশ তো একদমই না। রঞ্জনবাবুকে তাঁর ভুল বোঝানোর জন্য তাই সে একটা অসাধারণ ফন্দি আটলো। সেবার পুজোর ছুটিতে দুই বন্ধু মিলে আরেক বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার প্ল্যান করল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরার দু'টো টিকিট কাটা হল। কিন্তু ট্রেনে ওঠার ঠিক আগে পুলকেশের ভাইপো তাকে কী বলে আর যেতে দিল না। অগত্যা রঞ্জনকে একাই রওনা দিতে হল। রাতে খেয়েদেয়ে একটা গোয়েন্দা গল্পের বই নিয়ে তিনি শুতে গেলেন। কামরার দরজা তখন খোলা যদি আর কোন যাত্রী ওঠে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রঞ্জনবাবু দেখলেন ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের নাম দেখলেন রাউরকেলা। কামরার এদিক ওদিক তাকিয়ে এবার দেখলেন সামনের সিটে এক সাহেব বসে হুইস্কি খাচ্ছে। মদের নেশায় সে তখন রঞ্জনবাবুকে অনেক অপমান করল আর কামরা থেকে নেমে যেতে বলল। রঞ্জনবাবুও পালটা জবাব দিলেন যে তাঁর রিজার্ভেশন রয়েছে। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সাহেব রিভলভার বার করে রঞ্জনবাবুকে বলল যে তাঁর মত একজন ডার্টি নিগারের সঙ্গে এক কামরায় সে কোনমতেই থাকতে পারবে না আর তাঁকে নেমে যেতে বলল। এসব বলে সাহেব আরও বেশি করে মদ্যপান করতে লাগল আর নেশার ঘোরে ভুল বকতে লাগল। রঞ্জনবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল যে কয়েক বছর আগে এইরকমই এক সাহেব তার ভারতীয় সহযাত্রীদের অপমানকর কথা বলে নামিয়ে দিয়েছিল বলে তাকে

পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। আর সেই সাহেবের নাম আর এই সাহেব নেশার ঘোরে নিজের যে নাম বলছে তা একই – ড্যাভেন পোর্ট। তবে কি তার ভূতই তাঁকে দর্শন দিচ্ছে? রঞ্জনবাবু মূর্ছা গেলেন পরমুহূর্তে। কেউ বিশ্বাস করবে না বলে ঘটনাটা আর কাউকে বলেন নি রঞ্জনবাবু কিন্তু দশ বছর বাদে গল্পটি বন্ধু পুলকেশকে বলতে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে পুলকেশই আসলে সেই রাত্রে ভূত সেজে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল। তাঁর অতিরিক্ত সাহেব-প্রীতি দূর করার জন্যই সে রাত্রে সে সাহেব সেজে এসে রঞ্জনবাবুকে অপমান করে ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল।

এই হল গল্প। বেশ টানটান ভাষায় লেখা। আর বেশ শিকশামুলকও বটে। গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমরাও পোড়ো কিন্তু!